স্বপ্ন

আকাশটা ছিল ঘন কালো। আর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পরছিল। মীরা জানলায় বসে একদৃষ্টে বাইরে দেখছিল। বৃষ্টি যে তার খুব প্রিয়!

মেঘ কাটতেই সে এক দৌড়ে বাইরে গেল, তার বোন রানিকে নিয়ে। ছাদ থেকে যে জলের ফোটাগুলো পড়ছিল, তারা দুজনে তাদের দুইহাত জড়ো করে ধরার চেষ্টা করল। এদিক ওদিক জমে থাকা জলের মধ্যেও খুব লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলল তারা। তারপর, কাগজের নৌকা বানিয়ে ওরা ঐ জমে থাকা জলে ভাসাল। কি মজাটাই যে করল ওরা!

আর ঠিক তখনি, হঠাত, যেন এক ম্যাজিকের মত আকাশে রামধনুর উদয় হল। লাল, নীল, হলুদ, বেগুনী! কিযে অদ্‌ভুত সুন্দর রঙ! মীরার যেন চোখ সরছিল না।



তারপর, এক দিব্যদৃষ্টির মতো সে দেখল আকাশে একটি সেতু ভেসে উঠেছে! ওমা, এটি কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে? দেখা যাচ্ছে না তো! সে সেতুটির উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। চলতে চলতে সে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল তার চারপাশে দিগন্ত বিস্তৃত চরাচর।

"মীরা! মা আমাদের ডাকছেন।" রানীর কণ্ঠস্বর ক্ষীণভাবে ভেসে এলো, আর তার সাথে সাথে, মীরাও বাস্তবে ফিরে আসল। সেইসব দৃশ্যও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

পরের দিন স্কুল ছিল। মেয়েরা যথারীতি হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছিল। হঠাৎ তারা দেখল আকাশে, অনেক উঁচু দিয়ে একটি সাদা সারস উড়ে যাচ্ছে।

মীরা চোখ বন্ধ করল। মনে হল যেন, সে নিজেও উড়ছে! তার নীচে একে একে পেরিয়ে যাচ্হে বন, পর্বত, শহর এবং নগর। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই আবার রানীর কন্ঠস্বরে তার চমক ভাঙল। তার হুঁশ ফিরে এল।





সব দৃশ্যের মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার ছিল মীরার নিজের গ্রামের মূর্তি ও মন্দিরগুলো। সে মনে মনে ভাবত যে সে পাথর খোদাই কোরে অদ্‌ভুত সব সুন্দর মূর্তি বানাচ্ছে।

আহা, তার কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে সে একদিন একজন মূর্তিকার হবে!

"চল, আমরা একসাথে সুন্দর সুন্দর মন্দির আর ঘর বানাই!" যখনই তারা কোনো মন্দিরের পাশ দিয়ে যেত, মীরা রানীকে এই কথা বলে উৎসাহিত করত।

তাদের বাড়ির কাছেই একটি পুকুর ছিল, যেখানে অনেক মাছ সাঁতার কাটত।



মীরা জলের তলায় তাদের জীবন আর চলাফেরা দেখতে ভালোবাসত। এর সাথে তার কল্পনাও অবাধে ছুটে চলত। যেমন, এখন সে এক বিশাল সমুদ্রে সাঁতার কাটছিল। সে একবার তার গভীরতম প্রান্তে ডুব দিচ্ছিল আবার ঢেউয়ের সাথে লাফিয়ে উঠছিল।

"তুমি কিসের স্বপ্ন দেখছ?" রানী জানতে চাইল। "আমাকে সব বলো!" মীরা তার স্বপ্নে দেখা সবকিছু বর্ণনা করল।

মীরার স্বপ্নের বর্ননা শুনে রানীর মন ভরে গেল। সেও ঐ স্বপ্নের জগতের মাধুর্য আস্বাদন করছিল। "পরের বার তুমি আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাবে?" সে জিজ্ঞেস করল।

"অবশ্যই!" মীরা হেসে বলল।



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

দেখো ওরা কেমন দৌড়ে চলেছে

সে অনেককাল আগের কথা, তখনোও পৃথিবীর এত বয়স হয় নি। তখন এক জায়গায়, একটা কুকুর, একটা বিড়াল আর একটা ইঁদুর বন্ধুর মত একসাথে থাকত। তারা সবকিছু সমানভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। কাজেকর্মে ও খেলাধুলায় তারা একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করত। সে ছিল এক শান্তিপূর্ণ জীবন।

শুধুমাত্র একটি জিনিস তাদের বড় বিরক্ত করত, আর তা হলো তাদের প্রতিবেশীদের কোলাহল। তিন বন্ধু তাদের চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দে পুরো জেরবার হয়ে গেছিল।

একদিন কুকুরটি বলল, "দেখো ওরা কেমন ঝগড়া করছে!“



বিড়ালটি বলল, "ওরা কেন আমাদের মতো শান্তিতে থাকতে পারে না?“

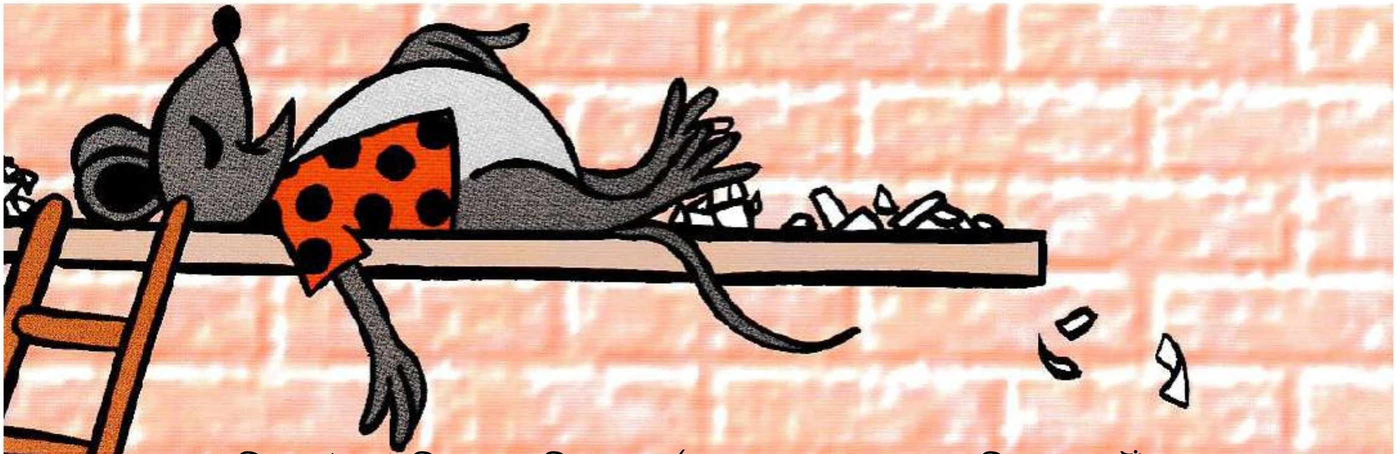
এই শুনে ইঁদুরটি বলল, "চলো আমরা মিলে আজ প্রতীজ্ঞাবদ্ধ হই যে আমরা আর কখনো ঝগড়া করব না এবং আমরা চিরকাল বন্ধু থাকব।“

কুকুর এবং বিড়ালটির এই প্রস্তাবটি খুব পছন্দ হয়। তাই, তখন, ইঁদুরটি একটি চুক্তিপত্র লিখে আনে এবং তারা সবাই তাতে নিজেদের নাম স্বাক্ষর করে। তারপর বিড়ালটি চুক্তিপত্রটি নিরাপদে রাখার জন্য একটি উঁচু তাকে রেখে দেয়।

এই চুক্তি অনুসারে, কুকুরটিকে বাড়ির বাইরে কাজ করতে হবে এবং বিড়াল ও ইঁদুরটি বাড়ির ভেতরে কাজ করবে। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল, কিন্তু একদিন রাতে.....



কুকুরটি ঘরে ফিরে এসে অভিযোগ করল, "আমিই কেন একা বাইরে কাজ করব? ঠান্ডা আর ভেজা আবহাওয়ায় আমায় খুব কষ্ট করতে হচ্ছে।"



সে বিড়ালটার দিকে তাকিয়ে গর্জন করে বলল, "তুমি আর ইঁদুর সবসময় ঘরের গরম আর শুকনো আবহাওয়ায় থাকো। এটা ঠিক নয়!"

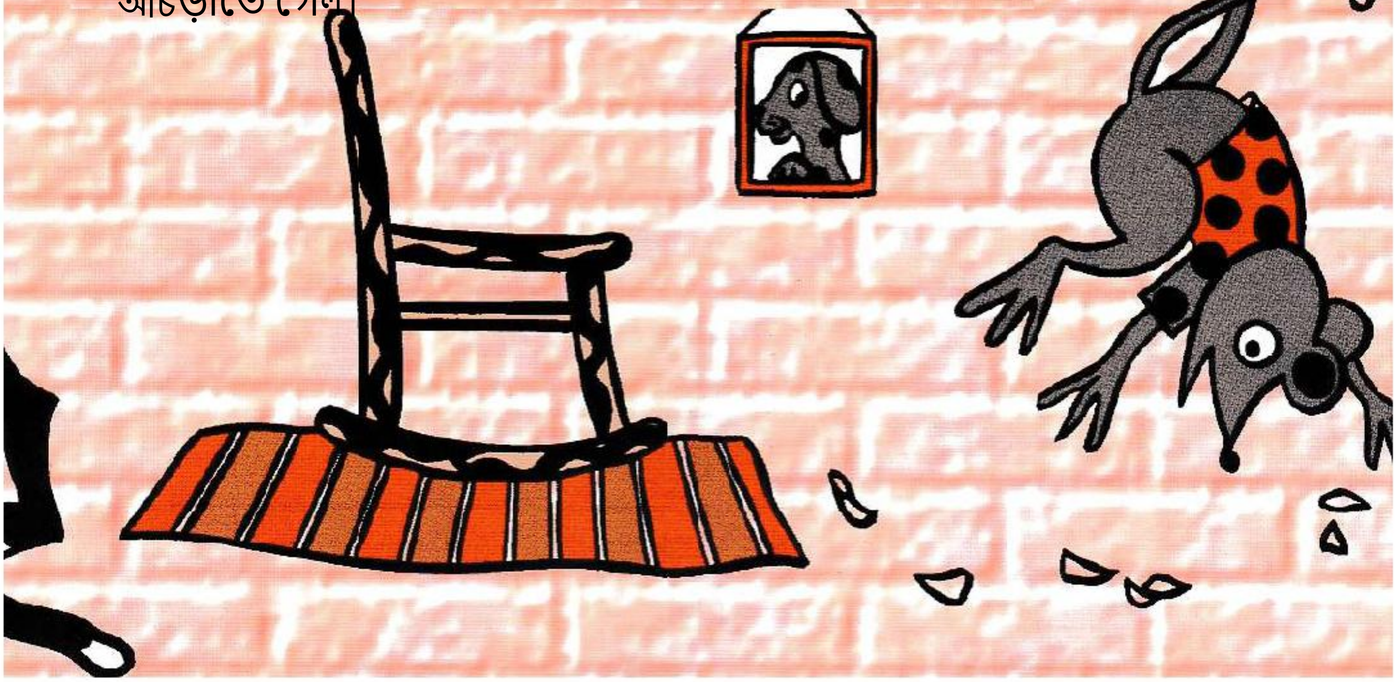
"রাগ কোরো না," বিড়ালটা উত্তর দিল। "তুমি কি আমাদের চুক্তির কথা ভুলে গেছো? আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সেখানে লেখা আছে।"

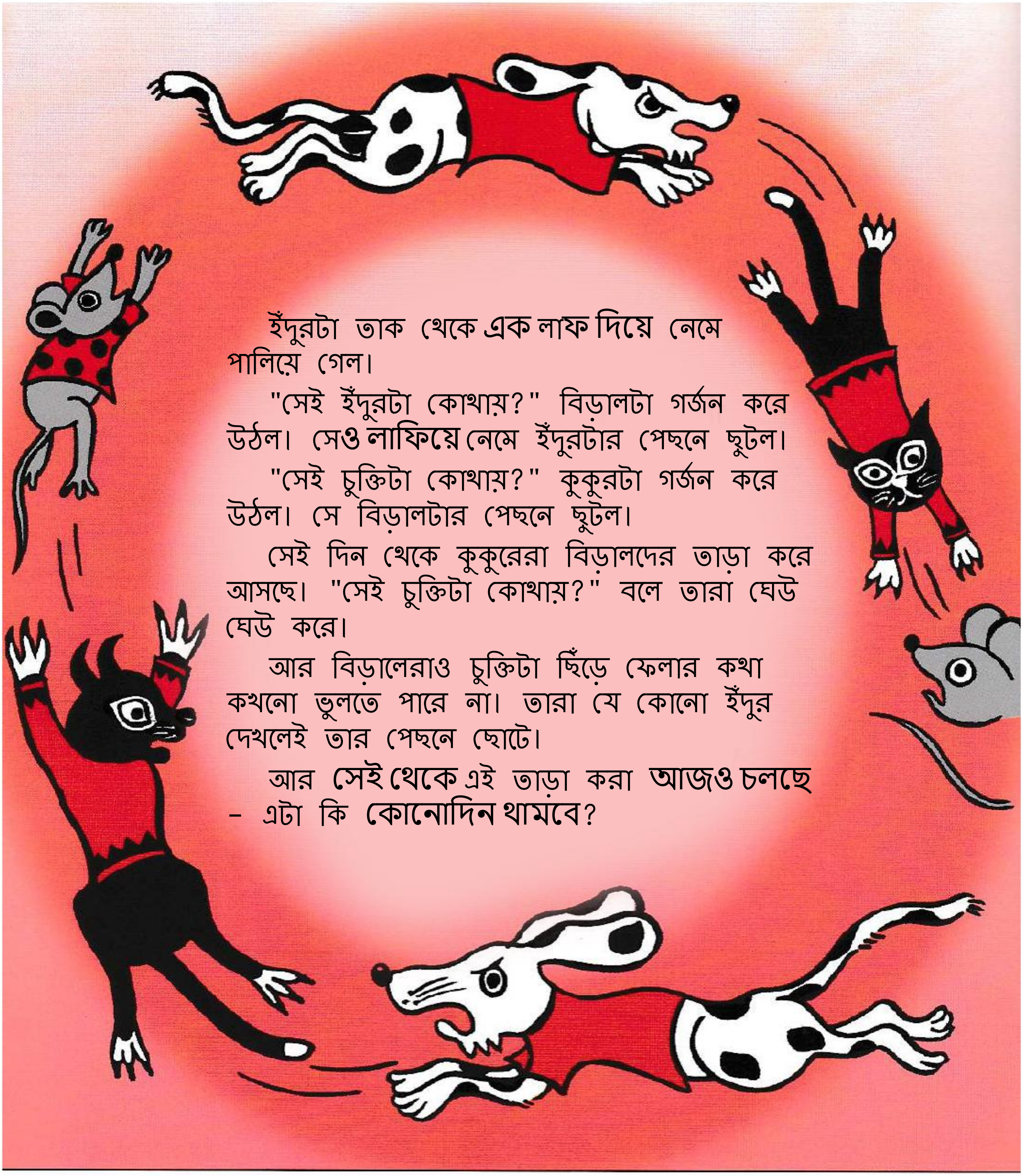
"আমাকে দেখাও!" কুকুরটা বলল। "দেখার জন্য ওটা এখানে নিয়ে এসো।"

বিড়ালটা চট করে তাকের উপর উঠে গেল। কিন্তু...এ কি!

কাগজটা পুরোটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে! ইঁদুরটা চুক্তিপত্রটাকে বিছানা হিসেবে ব্যবহার করছিল! ও তখনোও তার উপরেই ঘুমাচ্ছিল।

বিড়ালটা রাগে হিসহিস করে উঠল। সে তার থাবা দিয়ে ইঁদুরটাকে আঁচড়াতে গেল।





ইঁদুরটা তাক থেকে এক লাফ দিয়ে নেমে পালিয়ে গেল।

"সেই ইঁদুরটা কোথায়?" বিড়ালটা গর্জন করে উঠল। সেও লাফিয়ে নেমে ইঁদুরটার পেছনে ছুটল।

"সেই চুক্তিটা কোথায়?" কুকুরটা গর্জন করে উঠল। সে বিড়ালটার পেছনে ছুটল।

সেই দিন থেকে কুকুরেরা বিড়ালদের তাড়া করে আসছে। "সেই চুক্তিটা কোথায়?" বলে তারা ঘেউ ঘেউ করে।

আর বিড়ালেরাও চুক্তিটা ছিঁড়ে ফেলার কথা কখনো ভুলতে পারে না। তারা যে কোনো ইঁদুর দেখলেই তার পেছনে ছোটে।

আর সেই থেকে এই তাড়া করা আজও চলছে – এটা কি কোনোদিন থামবে?

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist Uma Krishnaswamy

বানরদের উপবাসের দিন



এক শান্ত সকালে একদল বানর একটি বড় বটগাছের ছায়ায় বসেছিল। তাদের সবাইকে এভাবে চুপচাপ একসাথে বসে থাকতে দেখে **সবারই খুব** অবাক লাগছিল...আরে, **তাই তো**!

আজ তো বানরদের উপবাসের দিন!

বানরদের সর্দার উপবাস শুরুর ঘোষণা **করে** দিল। তারপর সে বলল, "**এখনই** সন্ধ্যার খাবারের জন্য সবকিছু প্রস্তুত করে রাখো।"

সেই শুনে সবচেয়ে শক্তিশালী বানরগুলো মিষ্টি কলার কাঁদি পাড়ার জন্য ছুটে গেল।

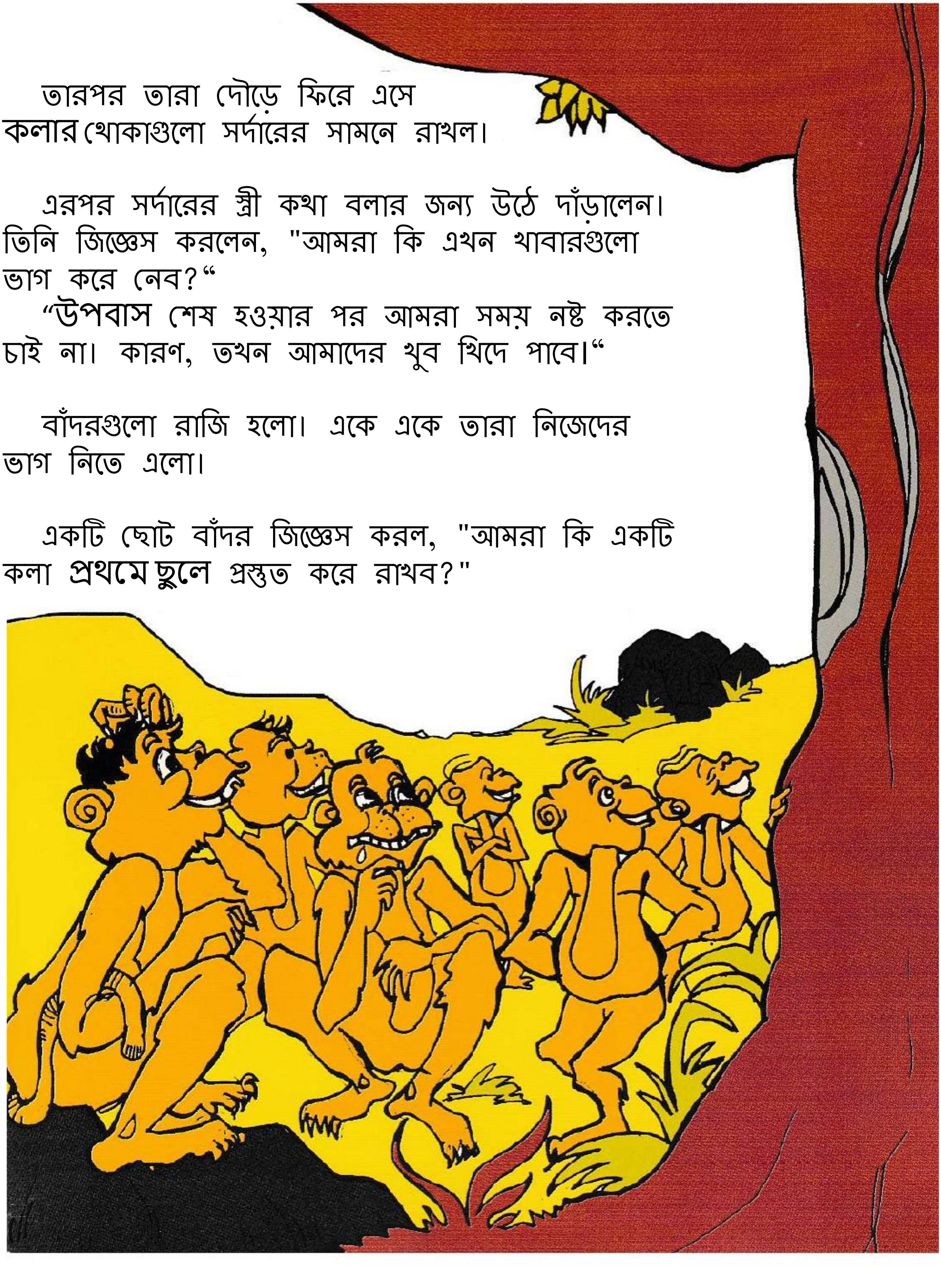
তারপর তারা দৌড়ে ফিরে এসে **কলার** থোকাগুলো সর্দারের সামনে রাখল।

এরপর সর্দারের স্ত্রী কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কি এখন খাবারগুলো ভাগ করে নেব?“

“**উপবাস** শেষ হওয়ার পর আমরা সময় নষ্ট করতে চাই না। কারণ, তখন আমাদের খুব খিদে পাবে।“

বাঁদরগুলো রাজি হলো। একে একে তারা নিজেদের ভাগ নিতে এলো।

একটি ছোট বাঁদর জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি একটি কলা **প্রথমে ছুলে** প্রস্তুত করে রাখব?"



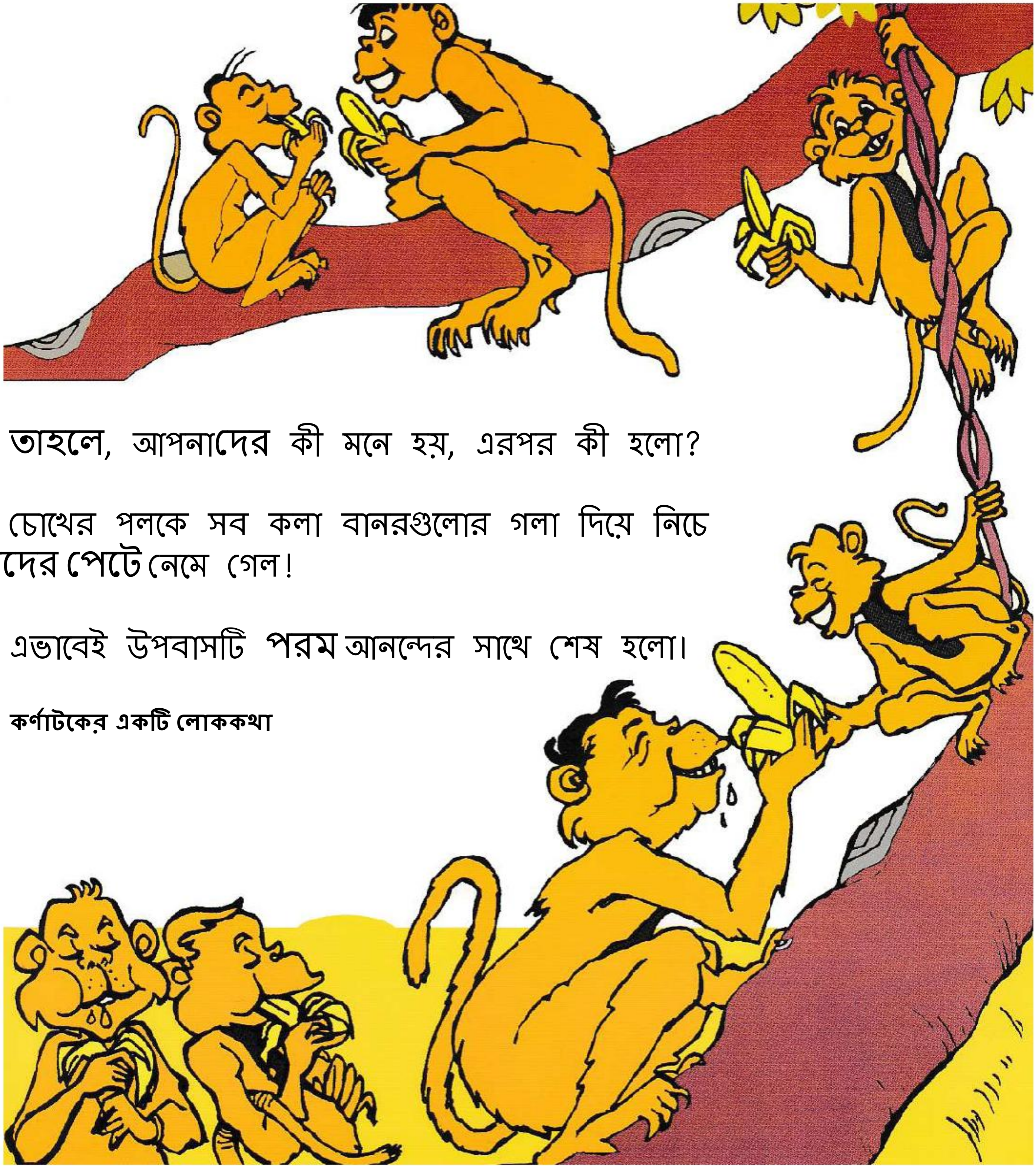


কী চমৎকার বুদ্ধি! সব বানরদের হাতে সন্ধ্যার জন্য প্রস্তুত করার জন্য একটি করে কলা ছিল।

তখন একটি ছোট্ট বাচ্চা তার বাবাকে ফিসফিস করে বলল, "আমি কি শুধু একটা কলা মুখে রাখতে পারি? আমি কথা দিচ্ছি, তুমি না বলা পর্যন্ত আমি এটাতে কামড় দেব না।“

বাবা বানরটি এই শুনে লাফিয়ে উঠল। "আমরা সবাই কেন আমাদের ছিলে ফেলা কলাগুলো মুখে রাখছি না?" সে প্রস্তাব দিল। “উপবাস শেষ হলেই তাহলে আমরা এগুলো গিলে ফেলার জন্য প্রস্তুত থাকব!“

তাড়াতাড়ি সব বানর ছুলে ফেলা কলাগুলো মুখে পুরে ফেলল। কিন্তু শীঘ্রই তারা অস্বস্তিতে ছটফট করতে শুরু করল। তারা সবাই আড়চোখে একে অপরের দিকে তাকাল।



তাহলে, আপনাদের কী মনে হয়, এরপর কী হলো?

চোখের পলকে সব কলা বানরগুলোর গলা দিয়ে নিচে তাদের পেটে নেমে গেল!

এভাবেই উপবাসটি পরম আনন্দের সাথে শেষ হলো।

কর্ণাটকের একটি লোককথা

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

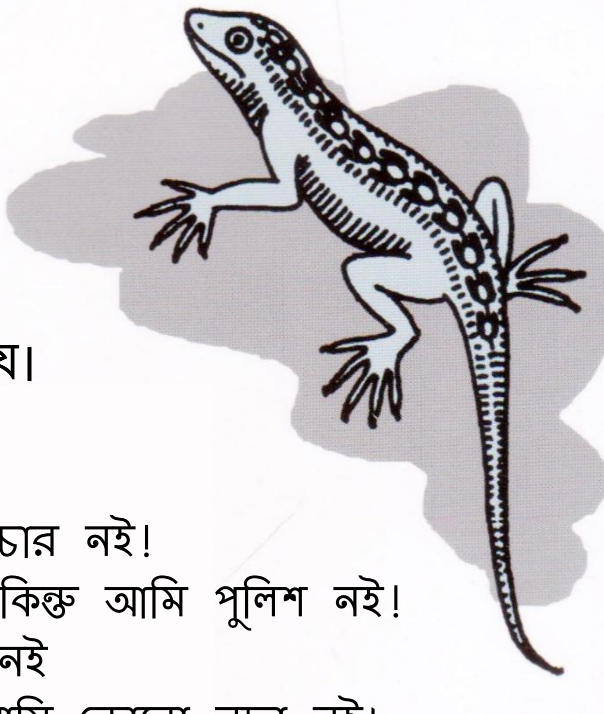
Artist Uma Krishnaswamy



বলতো, আমরা কারা?

দাঁড়িয়ে খায় সে
দাঁড়িয়ে পান করে সে
দাঁড়িয়ে ঘুমায় সে
এবং দৌড়ায় সে জেতার জন্য

বাচ্চাকে তার বুকে আঁকড়ে ধরে গাছে লাফ দেয় সে
ডালে ঝুলে তাকিয়ে মুখ ভেংচায় সে আমাদের দেখে!



জলে সুখী সে
স্থলে কষ্ট পায়।
ভরসার পাত্র সে
বন্ধুর মত বন্ধু ও যে হয়।
বাড়িও পাহারা দেয় সে
তোমার জন্য সবকিছু উজাড় করে দিত প্রস্তুত যে।

খুব নিঃশব্দে হাঁটি আমি – কিন্তু আমি চোর নই!
ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং ধরেও ফেলি আমি – কিন্তু আমি পুলিশ নই!
অনেক ঘুমাই আমি – কিন্তু আমি শিশু নই
সারাদিন বাড়িতে থাকি আমি – কিন্তু আমি কোনো বৃদ্ধা নই।

মাটিতে সে তো চলে সাবধানে
আকাশে, স্বাধীন সে
তার লম্বা, লোমশ লেজ
তাই দিয়ে কেমন চলে গাছে গাছে - অনায়াসে।

জিনিস ও মানুষ করে সে পারাপার
অন্তহীন ঢেউয়ের উপর দিয়ে ভেসে
এক তীর থেকে অন্য তীরে যায়
মোটর বা পাল লাগে না তায়।

চারটি মুষল পড়ছে ধপাস ধপ
দুটি কুলো যেন ঝাড়া হচ্ছে সমান তালে
লম্বা নলটি দুলছে এদিক ওদিক
ছোট দড়িটি ঝুলছে মাঝখানেতে ঠিক
স্থির এবং শান্তভাবে এটি
সবার আগে চলছে গুটি গুটি।

বিশাল দ্রুত আর তেমন শক্তিশালী
সারা শরীরে তার লম্বা, কালো লোম
বিশাল বনে সে দাপিয়ে দাপিয়ে বেড়ায়
শুধু শীতকাল ছাড়া, কারণ তখন সে ঘুমায়।

তোমার জন্য আমি করব কঠোর পরিশ্রম
তোমার জন্য আমি বইব বোঝা
কিন্তু যদি তুমি তোলো লাঠি
সেদিন যেনো আমিও মারব লাথি!

আমার আছে পা দশটি
কিন্তু আমি আটটি পায়ে হাঁটি
আমি চলি পাশ কেটে কেটে
কারণ আমি সোজা পারি না হাঁটতে।

চারটি শক্তিশালী পা আর আছে তার বিভক্ত খুর
তাই দিয়ে সে খাড়া পাহাড় আর বিশাল সব গাছে চড়ে
কোমল ঘাস ও পাতার খোঁজেই তো সে ফেরে

আমি ধীর কিন্তু স্থির
আত্মরক্ষার জন্য আমার আছে একটি শক্ত খোলস
যদি আমি বিপদে পড়ি কখনো
মাথাটা তখুনি আমি লুকাই আমার খোলসে

দেওয়ালে এবং ছাদে হাঁটে সে
পোকামাকড় ধরায় ভারি তুখোড়
নিজের জীবন বাঁচাতে গিয়ে লেজ খসিয়ে সে-
কেমন করে আবার সেটা গজিয়ে তোলে দ্রুত

জন্মের সময় আমার ছিল একটি লেজ
যখন আমার পা গজালো, আমার লেজটা গেল চলে
বাস করি আমি স্থলে, কিন্তু আমি ভালোবাসি জল
কারণ ঐটিই যে আমার ঠিকানা আসল।

লম্বা লম্বা পা দিয়ে মাটিতে শক্তপোক্ত দাঁড়িয়ে
উঁচু গলা মাটির অনেক উপরে নিয়ে বাড়িয়ে
চাখে সে নতুন কচি পাতা
যদি দেখে খুঁজে পেলে।

এই হলুদ দাড়িওয়ালাকে
ভয় তো পায় সবাই
গর্জে সে উঠলেই
কাঁপতে কাঁপতে সবাই পালায়।



অন্ধকারে আমরা সাহস করে উড়ি
উল্টো ঝুলে ঘুমাই ভোর অবধি
আমরা আমাদের ছানাদের খাওয়াই দুধ
তবে আমরা খেতে ভালোবাসি ফল খুবই।

সিংহ, হাতি, কুকুর, কাঠবিড়ালী, গাধা, ঘোড়া, ছাগল,
বাঁদর, জিরাফ, উট, বিড়াল, কাঁকড়া, ব্যাঙ, টিকটিকি,
মাছ, বাদুর, ভাল্লুক, কচ্ছপ



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Rosananda Gogoi

Artist Uma Krishnaswamy

অদ্ভুত গাধা

নাসিরুদ্দিনের একটি গাধা ছিল। গাধাটি ছিল খুব বদমেজাজি এবং কাজ করতে একদম পছন্দ করত না। আর সব সময়ই তার খুব খিদে পেত! স্বাভাবিকভাবেই নাসিরুদ্দিন গাধাটিকে একদম পছন্দ করতেন না।

“আহা, যদি গাধাটাকে বিক্রি করতে পারতাম!”—তিনি মনে মনে ভাবলেন।

একদিন তিনি গাধাটিকে বাজারে নিয়ে গেলেন। বাড়ি ফিরে তিনি খুব জোরে জোরে হাসতে লাগলেন।



"আজ জানো আমি কী করলাম?" তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ আমি আমাদের গাধাটাকে বাজারে নিয়ে গিয়েছিলাম আর নিলামকারীর হাতে তুলে দিলাম বিক্রি করার জন্য।"

"আমাদের সেই একেবারেই **নিষ্কর্মা** গাধাটা?" স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই," বললেন নাসিরুদ্দিন।

"আর জানো সেটা বেশ ভালো দামেই বিক্রি হয়েছে! পুরো গল্পটা আমি তোমাকে খুলে বলি তাহলে," বললেন নাসিরুদ্দিন।

"বাজারটা ছিল লোকজনে ভরা। অনেক মানুষ কিনতে এসেছিল। নিলামকারী সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জোরে ডাক দিল। তারপর তার সহকারী গাধাটিকে সবাইকে দেখাতে লাগল। "ভদ্রলোকেরা!" নিলামকারী বলল। "এই আশ্চর্য প্রাণীটিকে দেখুন...!'"



“'সেকি? আশ্চর্য প্রাণী মানে'! সবাই কি দেখতে পায়নি যে এটা রাগী?" নাসিরউদ্দিনের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন।

"মোটেও না! নিলামকারী একজন চালাক লোক! সে আগেই এটাকে গাজর খাইয়েছিল। যাই হোক, সে আমাদের গাধাটির একদম আকাশ ছোঁয়া প্রশংসা করতে শুরু করল। 'লম্বা কান আর শক্ত পা দেখো!' সে বলল।'এই শক্ত দাঁতগুলো দেখো!' সে বলল। তারপর সে আরোও বলল, 'এই গাধাটা শক্তিশালী এবং সবল। এ তার নতুন মালিকের জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে'। আর সেই মুহুর্তে, গাধাটা আমার কাছেও বেশ ভালো লাগতে শুরু করেছিল! “

“বড় আশ্চর্যের ব্যাপার," নাসিরউদ্দিনের স্ত্রী বললেন।



"যখন নিলাম শুরু হয়," নাসিরউদ্দিন আরও বলেন, "লোকেরা খুব অল্প পরিমাণে টাকা দিয়েছিল। প্রথম দর ছিল মাত্র তিনটি সোনার মুদ্রার। কিন্তু নিলামকারী আরও দর ডাকল, এবং শীঘ্রই কেউ দশটি সোনার মুদ্রা দিল! তারপর **আরেকজন** পনেরোটি সোনার মুদ্রা দিল। এবং তারপর দাম বাড়তেই থাকল....."

নাসিরউদ্দিনের গল্প থামলো একটি গাধার ডাকে।

হি-হ! হি-হ! শব্দটা খুব কাছেই ছিল!

তার স্ত্রী হতবাক হয়ে গেলেন। "**তারপর**, কী হল?" **তিনি** জিজ্ঞাসা কর**লেন**। "তাড়াতাড়ি বলো!"

গর্বের সাথে, নাসিরউদ্দিন তার গল্প শেষ করলেন: "আমি ভাবলাম, 'আমি কেন এ**মন এক** অসাধারণ **প্রাণীকে** বিক্রি করব?' এবং আমি **অবশেষে** নিজের জন্যই এটি ত্রিশ সোনার মুদ্রায় কিনে **নি**লাম!"



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

বাবলা গাছের তিন ইচ্ছা

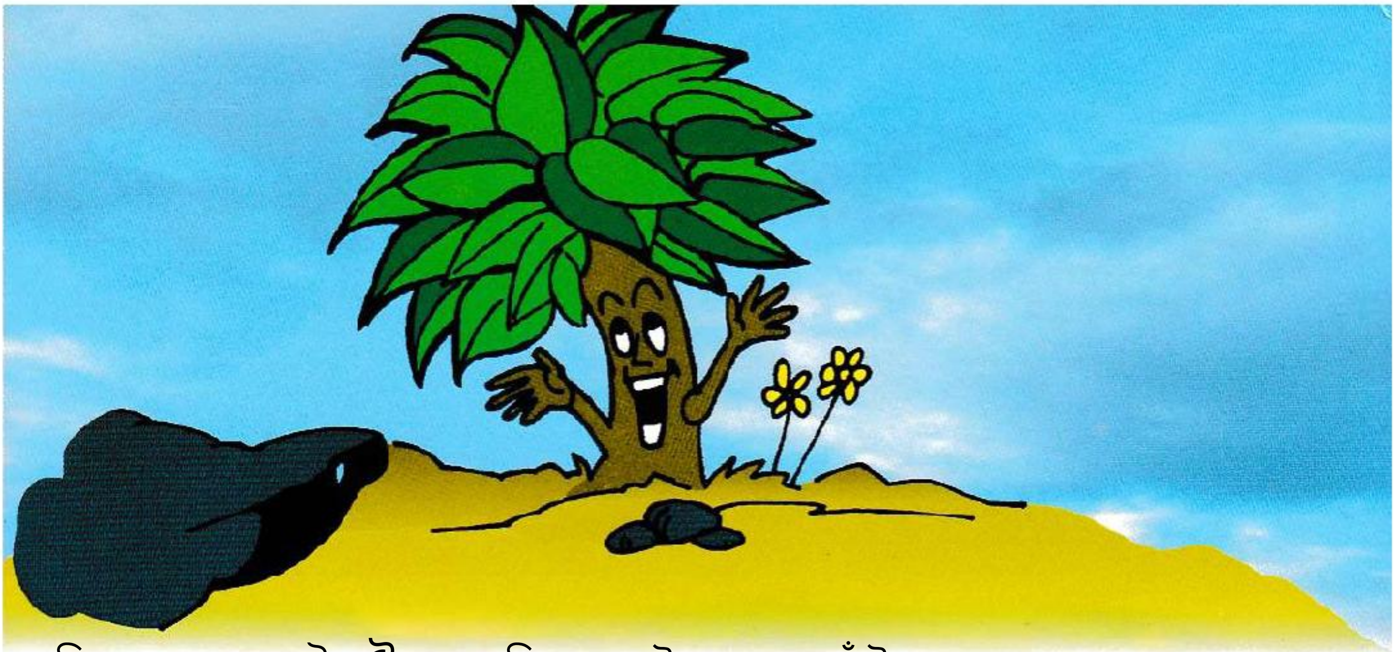
একটি গরম, শুষ্ক সমতল ভূমিতে, একটি লম্বা, সোজা রাস্তা ছিল। এর পাশে কয়েকটি শক্তপোক্ত গাছ ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল কাঁটাযুক্ত বাবলা গাছ।

"কেউ আমাকে ভালোবাসে না," বাবলা গাছটি প্রায়শই নিজের মনে মনে বলত।

"যেগুলো কাঁটাবিহীন গাছ - সবাই তাদের ভালোবাসে! আর ওরা কত সুন্দর!"

বাবলা গাছটি মনে প্রাণে চাইতে লাগল যে তার সব কাঁটাগুলো ঝরে যাক: "আমাকে বদলে যেতে দাও!" সে মনে মিনে প্রার্থনা করল। হঠাৎ, তার সব কাঁটা উধাও হয়ে গেল। তার ডালগুলোতে নরম, সবুজ পাতা গজাল। কী আনন্দ!





কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ রাস্তা দিয়ে একটা ছাগল হেঁটে এলো।

সে নরম, রসালো পাতাগুলো দেখতে পেল। দেখেই সে থেমে গিয়ে পাতাগুলো খেতে লাগল।

"ওহ না!" গাছটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "এই ছাগলটি আমার সব সুন্দর নতুন পাতা গিলে ফেলবে! আহ! আমি চাই ওগুলো সোনা হয়ে যাক!“

পরমুহূর্তেই সব পাতা সোনার হয়ে গেল।

এবার, রাস্তা দিয়ে একজন লোক এলো। সে চোখ বড় বড় করে উজ্জ্বল, সোনালী পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।



"কি অলৌকিক ঘটনা!" সে বলল।

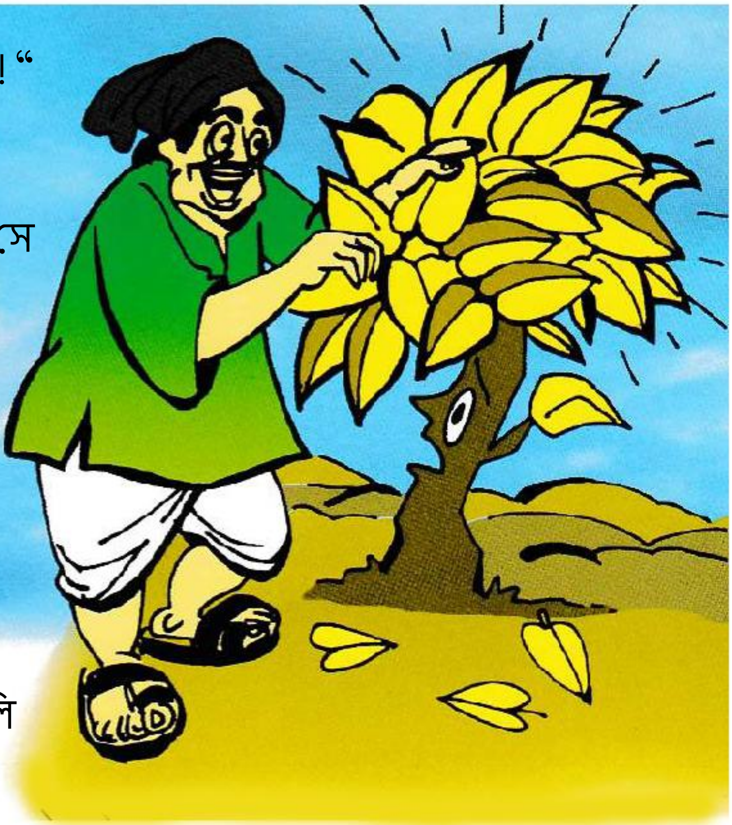
"আর আমার ভাগ্য কতই না ভালো!"

লোকটি পাতা ছিঁড়তে শুরু করল।

গাছটি সম্পূর্ণ খালি না হওয়া পর্যন্ত সে পাতা ছিঁড়তে থাকল!

"মানুষ কি কখনো সোনা দেখে না নিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে?" গাছটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"আহা! আমার যদি কাঁচের পাতা থাকত!" মুহূর্তের মধ্যে, কাঁচের পাতাগুলি তার সমস্ত শাখায় মিটিমিটি করে জ্বলতে লাগল।



অবশেষে, গাছটি নিরাপদ বোধ করল। কিন্তু হঠাৎ, একটি প্রবল বাতাস উঠল। সেই বাতাস কাঁচের পাতাগুলিকে এমনভাবে একে অপরের সাথে ধাক্কা মারতে লাগল, যে তারা সব ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল!



গাছটি হাহাকার করে বলল, “আমি কি কোনোদিন শান্তিতে থাকতে পারব না?”

তারপর সে ভাবল,

“আমি এমন একটি গাছ হতে চাই...

...যার পাতা ছাগল কামড়ে খেতে পারবে না,

...যার পাতা মানুষ ছিঁড়ে নিতে পারবে না,

...যার পাতা হাওয়াও ভেঙে ফেলতে পারবে না!”

সঙ্গে সঙ্গে তার সারা গায়ে কাঁটা গজিয়ে উঠল। সে আবার একটি বাবলা গাছ হয়ে গেল! আর খুশি মনে সে বাবলা গাছ হয়েই রইল। নিজের কাঁটার জন্য সে আর কখনও আফসোস করেনি।

একটি ভারতীয় লোককথা



P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Rosananda Gogoi
Artist Uma Krishnaswamy

সিংহরাজ ও খরগোশ

সেটা ছিল এক উজ্জ্বল আর কনকনে ঠান্ডা শীতের সকাল। সিংহরাজের শরীর ঠান্ডায় একেবারে জবুথবু হয়ে গিয়েছিল।

তার মন ভেঙ্গে যাচ্ছিল এই ভেবে যে, “আমি কি তবে শিকার করার জন্য খুব বুড়ো হয়ে যাচ্ছি?”

কিন্তু একটু পরেই তার মনের জোড় ফিরে এল। সে মনে মনে বলল, আমি তো জঙ্গলের রাজা? আমার কাছে উপায় থাকবে না? সে একটি ফন্দি আঁটল এবং নিজের গুহার বাইরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

সেদিন জঙ্গলের সব প্রাণীদের তাদের রাজার সঙ্গে সভায় ডাক পড়ল। কাঁপতে কাঁপতে তারা গুহার দিকে এগিয়ে গেল।

সিংহরাজ বলল—“আমার প্রিয় প্রজারা! তোমরা সব আমাকে দেখলেই পালিয়ে যাও। প্রতিদিন শিকার করতে গিয়ে আমি মাত্র একটি প্রাণীই ধরতে পারি। এখন ভাবো তো!

তোমাদের সবার সময়ের তো দাম আছে! আমার শিকারের জন্য তোমাদের ব্যস্ত জীবনে তো আর বাধা পড়তে পারে না?



আমার পরিকল্পনাটা শোনো। আজ থেকে আমি আর শিকারে বেরোব না। আমি এখানেই, আমার গুহায় বসে অপেক্ষা করব। তোমাদের মধ্যে থেকে প্রতিদিন একজন করে আমার কাছে আসবে, যাতে আমি তাকে খেতে পারি। তোমরাই একসঙ্গে মিলে ঠিক করে নেবে, কে হবে আমার শিকার।”

“তোমাদের নিজেদের ইচ্ছায় আমার কাছে আসবে। এইভাবে পুরো জঙ্গলে শান্তি ফিরে আসবে।”

বাহ! কী চমৎকার বুদ্ধি! প্রাণীরা অবাকও হলো, খুশিও হলো।
শুধু একটি ছোট খরগোশের মনে একটু সন্দেহ জাগল।

সে ভাবল, “রাজা যখন নিজে শিকারে বের হন, তখন আমাদের সবারই পালানোর একটা সুযোগ থাকে। কিন্তু এই পরিকল্পনায়, যাকে বেছে নেওয়া হবে, তার তো আর পালানোর কোনো পথই থাকবে না। আহা, বেচারা প্রাণীরা!”

তবু সিংহের জন্য পরিকল্পনাটি দারুণভাবে কাজ করতে লাগল। প্রতিদিন একটি করে প্রাণী তার কাছে পাঠানো হতো, আর বাকিরা ভয় ছাড়াই নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকত।

কিছুদিন পর ছোট খরগোশটির পালা এল। সে ভাবল, “আমায় কি শেষ পর্যন্ত রাজা’র পেটে গিয়ে মরতে হবে?”



“না!

আসলে আমায় এই পুরো

ব্যবস্থারই একটা শেষ

করতে হবে,” খরগোশটি ভাবল।



খরগোশটি ধীরে ধীরে রাজার গুহার দিকে গেল। সে গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই সিংহ বাইরে এল। খরগোশকে দেখে সে গর্জে উঠল, “তুমি এত দেরি করলে কেন?”

ছোট খরগোশটি বিনয়ের সঙ্গে বলল, “হে মহারাজ! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি সময়মতো আপনার খাবারের জন্য পৌঁছাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার ইচ্ছের না থাকলেও আমি দেরি করে ফেলেছি।”

সিংহ বলল, “কি হয়েছে কি, খুলে বলো!”

খরগোশটি বলল,“আমি যখন হাঁটছিলাম, তখন একটি অচেনা সিংহ আমাকে থামাল। সে বলল, ‘আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব!’ আমি তাকে বললাম, ‘তুমি আমাকে খেতে পারবে না! আমি বনের রাজার কাছে যাচ্ছি।’

তখন সেই অচেনা সিংহ গর্জে উঠল, ‘বনের রাজা! সে আবার কে? আমি তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলব! আমাকে সেই “রাজা”-কে দেখাও!’

কিন্তু কোনোরকমে আমি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি, মহারাজ, আরসেখান থেকে সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি!”

এ কথা শুনে রাজা সিংহ রাগে ফুঁসে উঠল।

সে গর্জে বলল, “কোথায়, কোথায় সেই দুষ্টু সিংহ? এই মুহূর্তে আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো!”

খরগোশটি রাজাকে বনের একপ্রান্তে নিয়ে গেল।

হঠাৎ তাদের সামনে একটি ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। সেই ফাঁকা জায়গার মাঝখানে একটি বড় কুয়ো ছিল।

খরগোশটি বলল, "মহারাজ! আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি সেই অচেনা সিংহটিকে খুঁজে বের করছি।"

খরগোশটি কুয়োর কাছে গেল। সে কুয়োর ভেতরে দেখার জন্য অনেকটা ঝুঁকে পড়ল। ঐতো! নীল আকাশের মাঝে সে নিজের মুখটাই দেখতে পেল।

সে চিৎকার করে বলল, "এই তো সে! ঐ সিংহটি এখানেই আছে!"

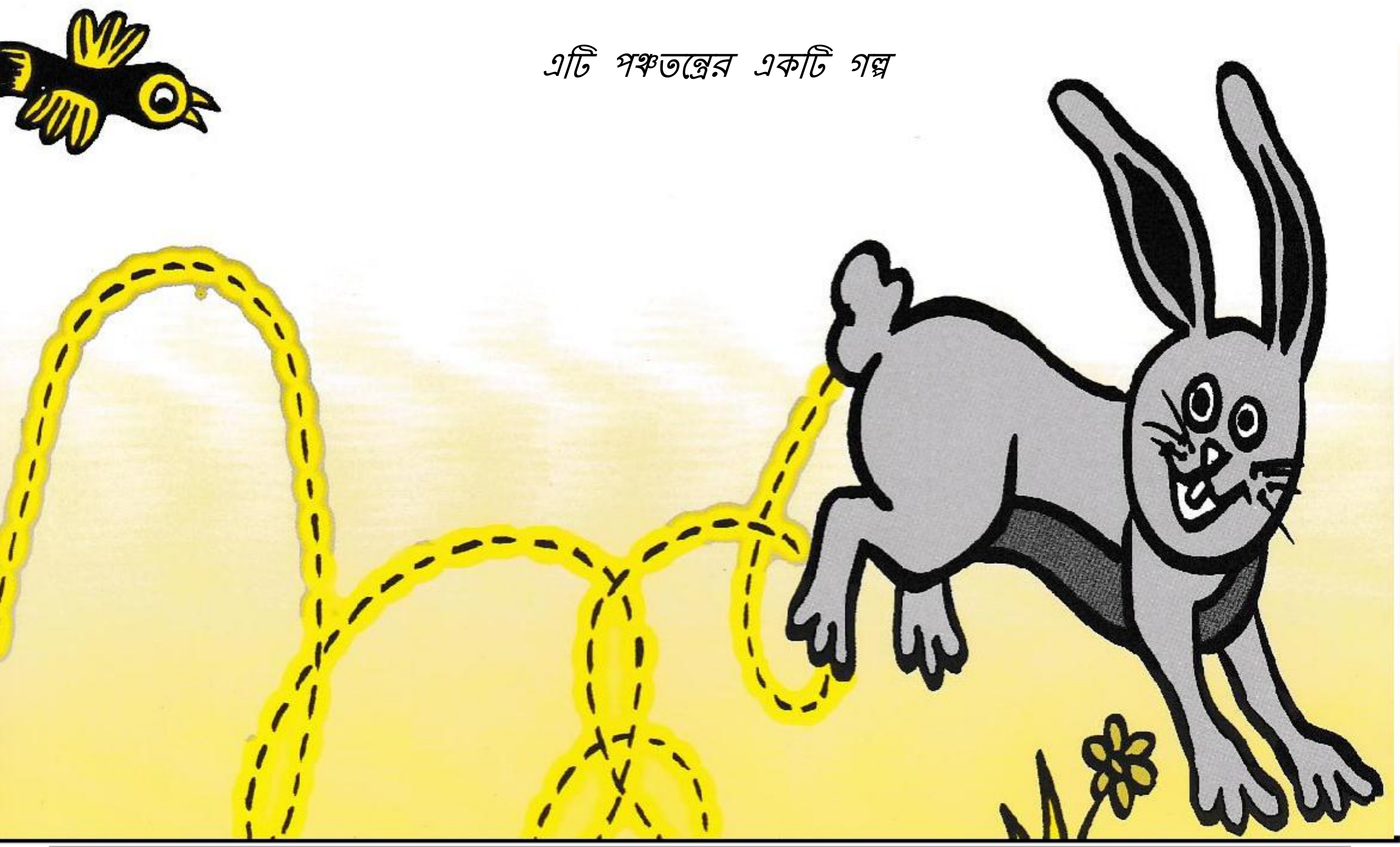
তারপর সে লাফিয়ে সরে গিয়ে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

সিংহরাজ গর্জে উঠল! সে দৌড়ে কুয়োর কাছে গেল এবং ভেতরে তাকাল। সেখানে সে এক অন্য সিংহকে দেখল, যে তার দিকেই তাকিয়ে গর্জন করছে!

সিংহরাজও তাকে আক্রমণ করার জন্য কুয়োর ভেতরে ঝাঁপ দিল।

এভাবেই সিংহরাজের কূটফন্দির অবসান হল!

এটি পঞ্চতন্ত্রের একটি গল্প



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

লম্বা না খাটো?

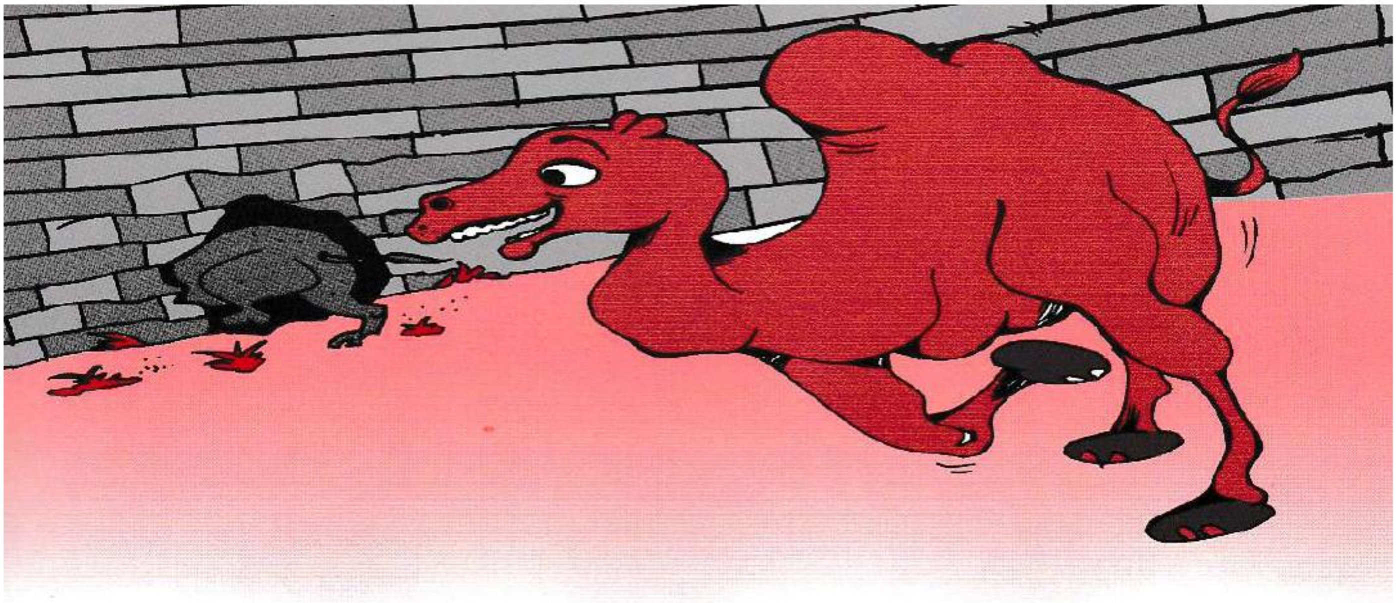
একটা উট আর শূকর ছিল খুব ভালো বন্ধু। কিন্তু তারা একে অপরকে একটুও ছাড় দিত না—সব সময় মজা করে খোঁচা দিত! একদিন ......

উট: এই **বাঁটকুল**! ওপরে তাকাও তো! তুমি কি **এরকম** লম্বা হতে চাও না?

শূকর: ও লম্বা-**টিংটিঙ্গে**-ঠ্যাং-ওয়ালা! আমি লম্বা হতে চাইব কেন? খাটো হওয়াই অনেক ভালো।

উট: দেখো! আমি **কেমন** এই দেয়ালের ওপাশটা সহজেই দেখতে পাচ্ছি। ওখানে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে—ঝোপঝাড়, ছোট গাছ আর ফুলের গাছ। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকেই রসালো সবুজ ডাল আর পাতা সহজেই খেতে পারি। কিন্তু তুমি তো সেগুলো দেখতেই পারছ না। তুমি **আর** বুঝবে কীকরে?





শূকর: একটু দাঁড়াও, ভাই! ধৈর্য ধরো। আমি তোমাকে ভুলটা শুধরে দিই। তুমি কি দেয়ালের নিচের ওই ছোট গর্তটা দেখছ? আমি ওই গর্ত দিয়ে ঢুকে যেতে পারি। আমি দেয়ালের ওপাশে যেতে পারি! আমি সেখানে সব সুন্দর জিনিস খেতে পারি। কিন্তু তুমি! তোমার শরীরের কোনো অংশ কি ওই গর্তে ঢুকবে? না! তোমার মাথাটাও ঢুকবে না!

(হাসতে হাসতে) বাই, বাই! আমাকে এখান থেকে ওইপারে খেতে দেখো। মজা করো!

শূকরটি গর্ত দিয়ে ফস করে গলে গেল। সে দেয়ালের ওপাশে চলে গেল। উটটি অবাক হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর উটটি বলল—

উট: তুমি যা বলেছ, তা সত্যি—

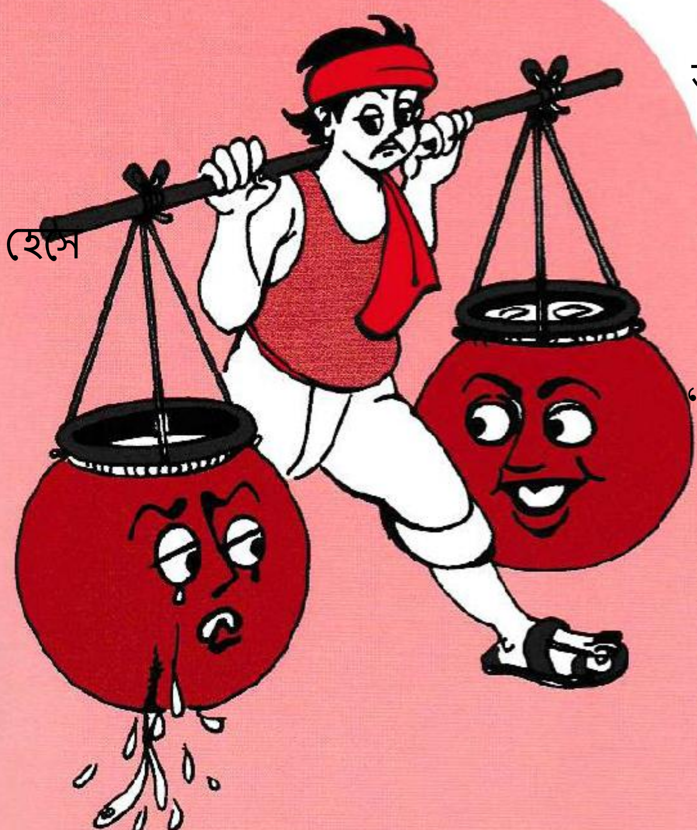
কেউ খাটো,
কেউ লম্বা,
কেনই বা কোন একজনের আকার
হতে যাবে সবার জন্য সেরা?

ফাটা হাঁড়ি

গোপাল ছিলেন খুবই পরিশ্রমী একজন মানুষ। তাঁর কাজ ছিল নদী থেকে জল আনা। দিনের মধ্যে তাকে কতবার যে যাতায়াত করতে হত! প্রতিদিন এদিক-ওদিক, ওদিক-এদিক হাঁটতে হাঁটতে তার নিজের পায়ের ছাপেই একটি পথ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

গোপাল তার কাঁধে রাখা একটি লম্বা লাঠির দুই প্রান্তে দুটি হাঁড়ি বেঁধে নদীর জল বয়ে আনত। হাঁড়িগুলোর একটি ছিল ফাটা। ফাটলটি ছোট ছিল, কিন্তু সেখান থেকে অল্প অল্প জল পরত—“টুপ, টুপ, টুপ।”

নদী থেকে বাড়ি পৌঁছানোর আগেই সেই হাঁড়ির অর্ধেক জল পরে যেত।
এ দেখে যে হাঁড়িটি ফাটা ছিল না, সেটি খুব গর্ব করতে লাগল। সে বলল,
“আমার দিকে দেখ! আমি সব সময় এক ফোঁটা জল নষ্ট না করে বাড়ি পৌঁছাই!”
এ কথা শুনে ফাটা হাঁড়িটির খুব দুঃখ পেল।
সে গোপালকে বলল, “আমাকে ক্ষমা করুন! আপনি এত কষ্ট করে বাড়িতে জল নিয়ে আসেন, অথচ আমি তার অর্ধেকটাই নষ্ট করে ফেলি।”
এমন কথা শোনার পর গোপাল হেসে উঠলেন। ফাটা হাঁড়িটির দিকে স্নেহভরে তাকিয়ে তিনি বললেন, “আমাদের পথের ধারে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে থাকে। আমরা যখন যাই, তখন তুমি সেগুলো ভালো করে দেখো।”



সত্যিই তো! পথের ধারে অনেক ফুলের গাছ, ফুলে ফুলে ভরা। ফাটা হাঁড়িটি সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের দুঃখ ভুলে গেল। ফুলগুলোর সৌন্দর্য তার মন ভালো করে দিল। কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসে আবার তার মন দুঃখে ভরে উঠল।

সে গোপালকে বলল, "ওই সুন্দর ফুলগুলো কিছু সময়ের জন্য আমার নিজের দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আপনার কষ্ট তো আমার জন্যই বেড়েছে। আমি সেটা কী করে ভুলে থাকি?"

গোপাল উত্তর দিলেন, "ও হাঁড়ি! তুমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা খেয়াল করোনি!"

তিনি বললেন, "ফুলগুলো শুধু পথের এক পাশেই ফুটেছে, এটা খেয়াল করেছ! তোমার থেকে যে জল পড়ে, তার জন্যই তো এরা এত সুন্দর করে বেড়ে উঠেছে!"

তিনি আরও বললেন, "সত্যি বলতে কি, এক সময় আমি ভেবেছিলাম, আরেকটি নতুন হাঁড়ি কিনব—যেটিতে কোনো ফাটল নেই। কিন্তু পরে ভাবলাম, 'ফুলগুলো তো ফুটে থাকুক! আর মানুষ সেগুলো দেখে আনন্দ পাক!'"

শেষে গোপাল আরও বললেন, "এই সুন্দর কাজটা সম্ভব হয়েছে শুধু তোমার জন্যই।"

এটি একটি ভারতীয় লোককথা।



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Suchandrima Chowdhury

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

পিঁপড়ের বানানো চটি



একটা পিঁপড়ে ছিল। সে থাকত জঙ্গলে। কিন্তু সে অন্য পিঁপড়েদের মতো ছিল না। সে সবসময় নতুন বা কঠিন ও কষ্টসাধ্য কিছু বানানোর খুঁজত।

একদিন সে ঠিক করল, সে চটি সেলাই করবে। সে পাতা আর ছোট ডাল কুড়িয়ে আনল এবং সারা রাত ধরে কাজ করল। ভোর হতে হতেই সে এক জোড়া চটি বানিয়ে ফেলল।

তারপর সেগুলো বিক্রি করতে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তার মধ্যে পিঁপড়ের সঙ্গে একটি বানরের দেখা হলো। সে বলল, "কাকা, দয়া করে এই চটিগুলো কিনুন।"

বানরটি বলল, "বন্ধু, আমি তো চার পায়ে হাঁটি। এক জোড়া চটি দিয়ে আমি কী করব?"

পিঁপড়ে যেসব প্রাণীর সঙ্গে দেখা করল, সবাই একই কথা বলল।

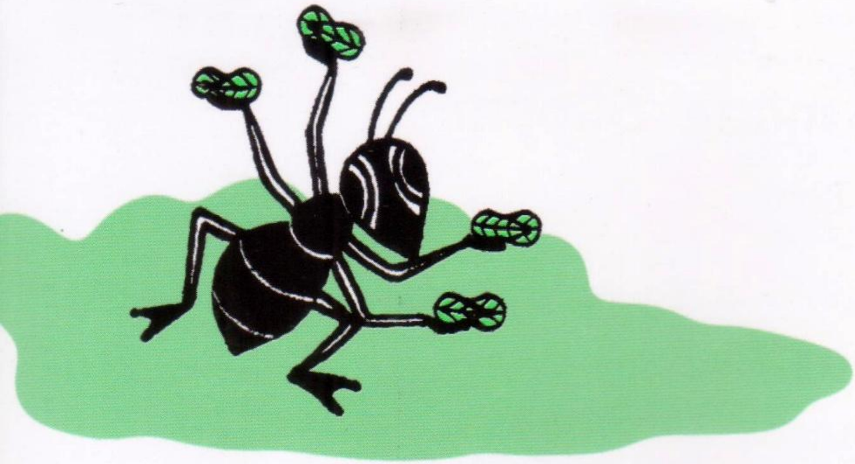
তাই সে বাড়ি ফিরে বুঝল, তাকে কী করতে হবে।

সে আরও পাতা আর ডাল জোগাড় করল।

আবার সারা রাত কাজ করল।

ভোরবেলা তার কাছে বিক্রি করার জন্য দুই জোড়া চটি তৈরি হয়ে গেল।







পিঁপড়েটি সোজা বানরের কাছে গেল।
বানরটি চারটি চটি হাতে নিয়ে বসল। সে সেগুলো ভালো করে দেখল।

তারপর বলল, "এই চটিগুলো একটু ছোট। এগুলো আমার পায়ে ঠিকমতো হবে না। তবে তোমার মতো আরেকটি পিঁপড়ের পায়ে ঠিক মানাবে। তুমি তোমার কোনো বন্ধুকে জিজ্ঞেস করো না কেন?"

এ কথা বলে সে চটিগুলো ফেরত দিল এবং নিজের পথে চলে গেল।

পিঁপড়েটি তার বন্ধুর বাড়িতে গেল। সে তার বন্ধুকে চটিগুলো দেখাল।
কিন্তু তার বন্ধু বলল, "চারটা চটি দিয়ে আমি কী করব? আমরা পিঁপড়েদের তো ছয়টা পা! তুমি কি সেটা ভুলে গেছ?"

লজ্জায় পিঁপড়েটির মুখ লাল হয়ে গেল!
সে বলল, "তুমি ঠিক বলেছ," আর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেল।

সেই রাতে সে আরও এক জোড়া চটি সেলাই করল।
সকালে ছয়টি চটি গুছিয়ে নিয়ে সে আবার বন্ধুর কাছে গেল।





বন্ধু যখন চটিগুলো পায়ে পরে দেখছিল, পিঁপড়েটি শ্বাস আটকে দাঁড়িয়ে রইল।

সে মনে মনে প্রার্থনা করল, **"হে বন্ধু, দয়া করে,** পছন্দ করো! দয়া করে পছন্দ করো!"

কিন্তু তার বন্ধু বলল, "চটিগুলো সুন্দর হয়েছে। কিন্তু খুব হালকা। খুব তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যাবে। তাই আমি নেব না। হুম্... আমি জানি! মাকড়সার কাছে যাও। সে নিশ্চয়ই কিনবে।"



পিঁপড়েটি হতাশ হয়ে ফিরে যেতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই সে সাহস পেল। তার চটিগুলো কি খারাপ বানানো? সেগুলো কি সুন্দর নয়? **তাতো নয়। তাই**, আজই সে ছয়টি **চটিই** বিক্রি করবে!

সে চটিগুলো গুছিয়ে নিয়ে মাকড়সার বাড়ির দিকে রওনা দিল।

মাকড়সার বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে সে থেমে গেল—ভেতরে গেলে যদি সে জালে আটকে যায়!

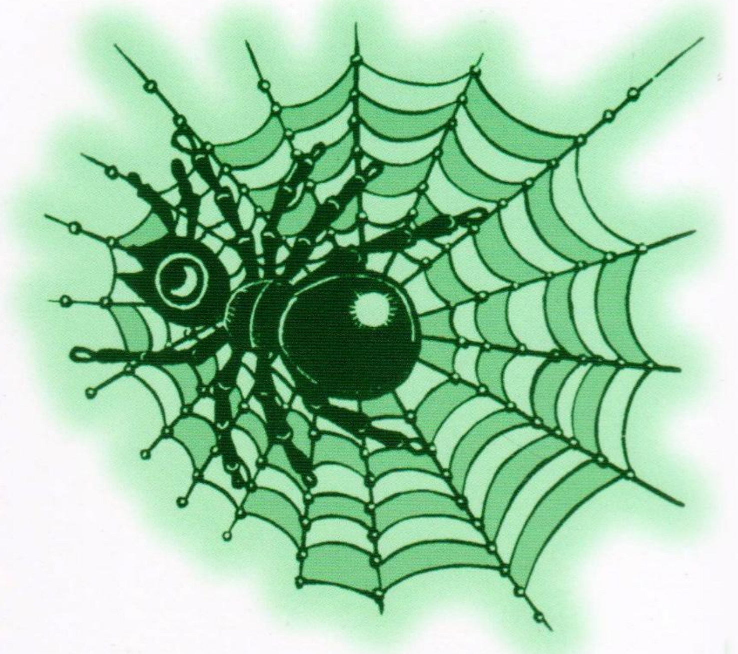
সে ডাকল, "মাসি! আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি!"

মাকড়সা তাকে ভালো করে দেখে বলল, "কী হয়েছে, সোনা? তুমি এত মন খারাপ করে আছ কেন?"

তখন পিঁপড়েটি প্রথম জোড়া চটি সেলাই করার পর থেকে যা যা ঘটেছে, সব গল্প খুলে বলল।







বলতে গিয়ে হঠাৎ পিঁপড়েটির মনে হলো, "আরে! মাকড়সার তো আটটা পা। সে নিশ্চয়ই আমাকে আবার আরেক জোড়া চটি বানাতে বাড়ি পাঠাবে!"

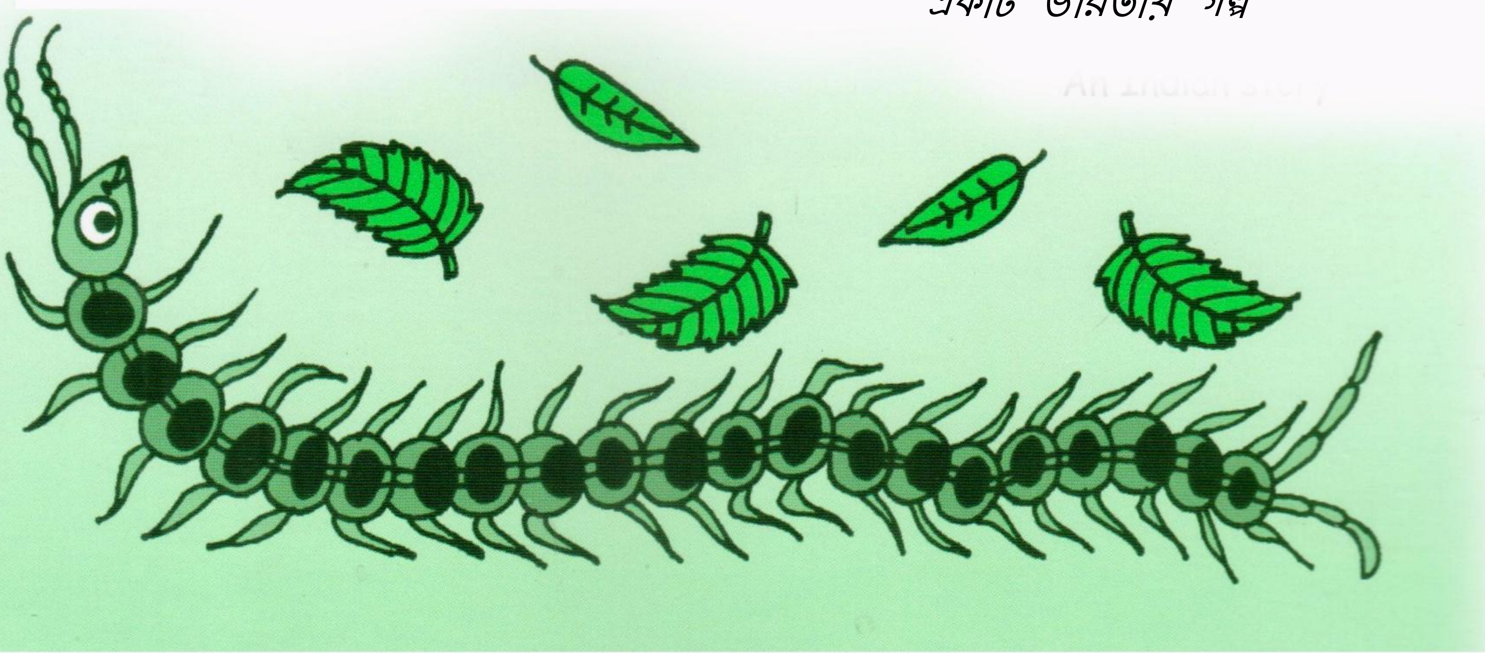
কিন্তু মাকড়সার মাথায় ছিল আরও ভালো বুদ্ধি।

সে বলল, "আমি তোমাকে বলি কীভাবে চটিগুলো বিক্রি করবে।

তুমি কেন্নোর সাথে গিয়ে দেখা করো। তার তো অনেক অনেক পা আছে। তুমি যত জোড়া চটি বানাতে পারবে, তার সবই তার লাগবে।"

"ধন্যবাদ, মাসি!" পিঁপড়েটি বলল।
খুশি মনে সে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

একটি ভারতীয় গল্প



চিত্রকর ইয়াং

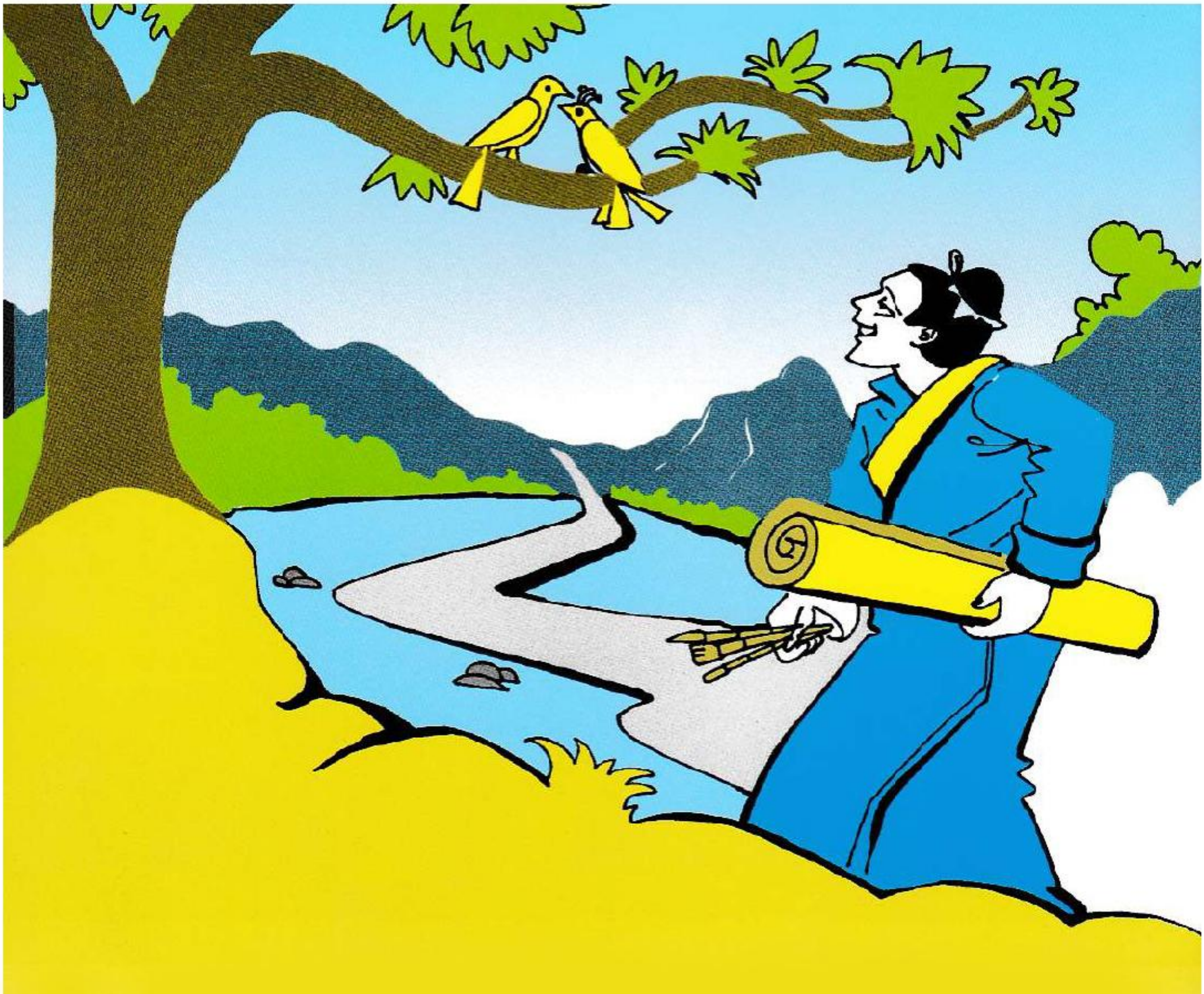
অনেকদিন আগে ইয়াং নামের ছোট্ট এক ছেলে। সে তার কাকার সঙ্গে থাকত। তার কাকা ছিলেন একজন বিখ্যাত শিল্পী।

প্রতিদিন ইয়াং কাকার পাশে বসে তাঁকে ছবি আঁকতে দেখত। সে খুব মন দিয়ে সব খুঁটিনাটি লক্ষ্য করত। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেত, সে বুঝতেই পারত না।

ইয়াংয়ের কাকা বুঝতে পারলেন, দিন যত যাচ্ছে, ছেলেটির আগ্রহ তত বাড়ছে। তাই তিনি ইয়াংয়ের জন্য রং–তুলি আর কাগজ কিনে দিলেন। তারপর বললেন, “যাও, তুমি–ও ছবি আঁকো!”

ইয়াং গ্রাম জুড়ে ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকতে লাগল। যখনই সে একটি ছবি শেষ করত, তার কাকা সেটি দেখে দিতেন।





একদিন তার কাকা হঠাৎ বলে উঠলেন, "তোমার ছবিগুলো একেবারে দারুণ! তোমার ভীষণ প্রতিভা আছে!"

তিনি একটু ভেবে বললেন, "চলো, আমরা একটি ছবি প্রদর্শনীর আয়োজন করি। আমাদের সব প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ জানাব। আমরা তোমার ছবিগুলো সাজিয়ে রাখব। আমাদের বন্ধুরা খুব খুশি হবে!"

প্রতিবেশীরা ইয়াংয়ের ছবি দেখতে এলেন। সবাই তার প্রশংসা করতে লাগলেন।

একজন বললেন, "এই ছবিগুলো তো একেবারে সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে!"

আরেকজন বললেন, "তোমার আঁকা ফুলে তো মৌমাছিরা মধু খেতে আসবে!"

"তারা তোমার মৌচাকে পরাগ নিয়ে যাবে!" ইয়াংয়ের কাকা খুব খুশি হলেন।

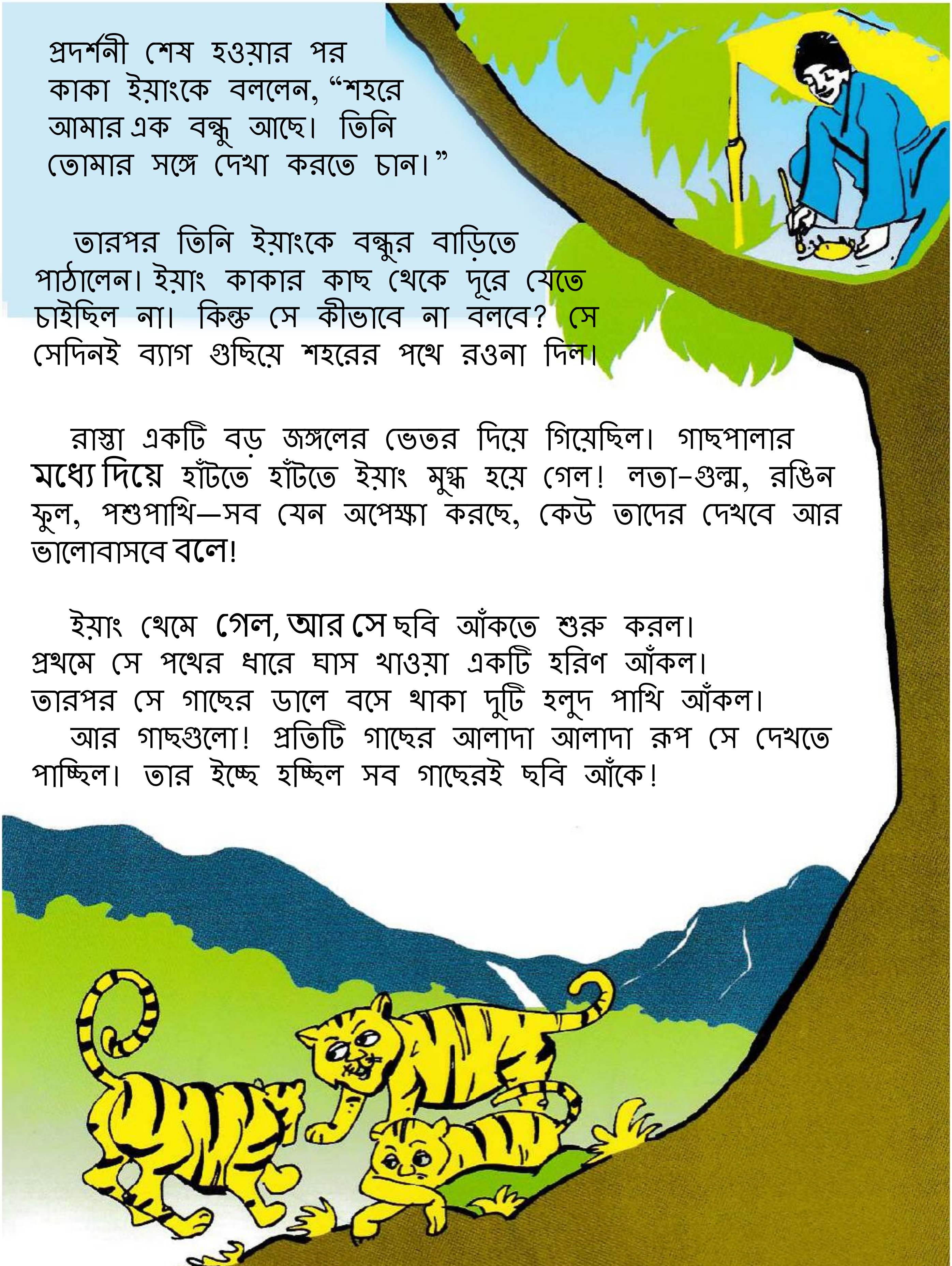
প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পর কাকা ইয়াংকে বললেন, “শহরে আমার এক বন্ধু আছে। তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।”

তারপর তিনি ইয়াংকে বন্ধুর বাড়িতে পাঠালেন। ইয়াং কাকার কাছ থেকে দূরে যেতে চাইছিল না। কিন্তু সে কীভাবে না বলবে? সে সেদিনই ব্যাগ গুছিয়ে শহরের পথে রওনা দিল।

রাস্তা একটি বড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গিয়েছিল। গাছপালার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইয়াং মুগ্ধ হয়ে গেল! লতা-গুল্ম, রঙিন ফুল, পশুপাখি—সব যেন অপেক্ষা করছে, কেউ তাদের দেখবে আর ভালোবাসবে বলে!

ইয়াং থেমে গেল, আর সে ছবি আঁকতে শুরু করল। প্রথমে সে পথের ধারে ঘাস খাওয়া একটি হরিণ আঁকল। তারপর সে গাছের ডালে বসে থাকা দুটি হলুদ পাখি আঁকল।

আর গাছগুলো! প্রতিটি গাছের আলাদা আলাদা রূপ সে দেখতে পাচ্ছিল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল সব গাছেরই ছবি আঁকে!



ইয়াং অনেক দিন ধরে জঙ্গলে থেকে ছবি আঁকতে লাগল।

প্রতিদিন রাতে সে পথের ওপর একটি গাছের মাচায় নিরাপদে ঘুমাত।
একদিন ইয়াং একটি শূকর দেখল। সে যখন শূকরের ছবি আঁকছিল, তখন
একজন চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এসে বলল, "বাঘ! বাঘ!"

হে ভগবান! এখন কীভাবে বাঁচা যাবে?
ইয়াংয়ের মাথায় একটি বুদ্ধি এল। সে শূকরের আঁকা ছবিটি নিয়ে একটি ঝোপের সামনে ঠেস দিয়ে রাখল। তারপর সে আর লোকটি যত জোরে পারে দৌড়ে পালাল।

কিছুক্ষণ পর বাঘটি ঝোপের কাছে এল। সে ছবির শূকরটিকে দেখে থেমে গেল।
"গররর!" সে গর্জে উঠল। ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলো।
এই সুযোগে ইয়াং আর লোকটি তাড়াতাড়ি গাছের মাচায় উঠে গেল।
এইভাবে তারা নিজেদের জীবন বাঁচাল!

একটি চীনা গল্প



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist Uma Krishnaswamy